খাদ্য সরবরাহঃ

মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ৪-৫ ভাগ হাওে সুষম আমিষ জাতীয় খাদ্য দিতে হয়। খাবার হিসেবে সরিষার খৈল/ চালের কুড়া ২০ / ফিয়মিল ২০ / হারে মিশিয়ে পিঁলেঠ/দানাদার খাবার (৩০) করে পুকুরে দেয়া যেতে পারে।

মিহি চালের কুড়া ও খৈল মিশ্রিত খাবার দুইভাগ কওে সকাল ও বিকালে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাসে অন্তত এশবার জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষন করা দরকার।

রোগ ও প্রতিকারঃ

রোগ-বালাই দেখা দিলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন দেয়া যেতে পারে।

চরাঞ্চলে তেলাপিয়ার চাষ ও বাজার ব্যবস্থাপনাঃ

রোগ-বালাই দেখা দিলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন দেয়া যেতে পারে।

রোগ-বালাই দেখা দিলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হাওে চুন দেয়া যেতে পারে।

আসুন আমরা বাড়ীর পাশে পুকুর ডোবা নালা খালে,কোলে তেলাপিয়ার চাষ করি।

মানব মুক্তি সংস্থা (এম.এম.এস)
খাস বনশিমুল, বঙ্গবন্ধু সেতু পোষ্ট অফিস।(পশ্চিম)
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ

"তারা"-টেকনোলজিক্যাল এসিসট্যান্স ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট
১, পূর্বাচল রোড, উত্তরপূর্ব বাড্ডা। ঢাকা -১২১২
ফোন -৮৮৫-১৪০৫, ৮৮৫ - ১৪০৬

এবং

সংশিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়।

ক্ষুদ্র পরিসরে তেলাপিয়া চাষ

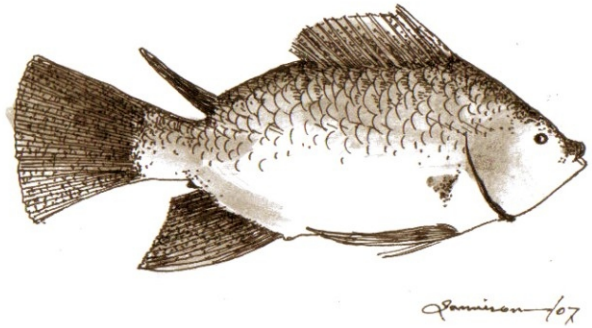

February 2008

মানব মুক্তি সংস্থা (এম.এম.এস)

Market Development Fund - MDF
Chars Livelihood Program - CLP

ভূমিকাঃ

আমাদের দেশে ১৫ লক্ষ ছোট বড় পুকুর-দীঘি থাকলেও অগভীর মৌসুমী জলাশয়ের সংখ্যা কম নয়। সাধারণতঃ বাড়ীর ভিটে উঁচুকরণ, রাস্তা ঘাঠ নির্মাণ, জমি উঁচুকরন প্রভৃতি কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ সকল মৌসুমী জলাশয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই অধিকাংশ বাড়ীর আশেপাশে এ ধরনের প্রচুর জলাশয় দেখা যাবে, যেখানে ৩-৫ মাস পানিসম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে অতি সহজেই এ সকল ছোট ছোট জলাশয় সমূহে তেলাপিয়া মাছের চাষ করে এসব জলাশয় একটি আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

অল্প খরচে ও সহজ ব্যবস্থাপনায় তেলাপিয়া মাছের চাষ থেকে প্রত্যেক চাষী পরিবার তাদের নিত্যদিনের মাছের চাহিদা পুরণ ও চলার মতো অর্থের ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

প্রকল্প অর্ন্তভূক্তঃ

চর এলাকায় বাড়ীর ভিটা উচু করায় ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়। এসব গর্তে (৪-৫) মাস পানি থাকে। খুব সহজেই এইসব ছোট ছোট জলাশয়ে তেলাপিয়া মাছের চাষ করা সম্ভব।

পানিতে লবণ মিশ্রিত করে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে ৫০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম পরিমান খাবার লবণ গুলিয়ে রোগাক্রান্ত মাছকে (১২-১২) মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে। নির্ধারিত সময় মাছ গুলো তুলে আবার পরিষ্কার পানিতে ছেড়ে দিতে হবে।

এ পর্যন্ত তেলাপিয়ার মোট তিনটি প্রজাতি বাংলাদেশে আমদানী-করা হয়েছেঃ নাইলোটিকা, লাল তেলাপিয়া এবং গিফট তেলাপিয়া। এর মধ্যে গিফট জাতের তেলাপিয়া অন্যান্য তেলাপিয়ার চেয়ে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বেশী উৎপাদনশীল বলে প্রমানিত হয়েছে।

তেলাপিয়া চাষের সুবিধাঃ

- উন্নত জাতের ও উচ্চ ফলনশীল মাছ
- ৩-৪ মাসে বিক্রয় যোগ্য হয়
- যে কোন খাবার খায়
- সহজে রোগাক্রান্ত হয় না
- অতি সহজে-পোনা উৎপাদন সম্ভব
- অল্প পুঁজিতে চাষের যোগ্য
- খেতে সুস্বাদু
- বাজারে চাহিদা বেশী

বাজার জাত করনঃ

৩-৫ মাসের মাছ-বাজারে বিক্রয় যোগ্য হয়ে উঠে। তখন জলাশয়ের মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে।

পুকুর প্রস্তুতিঃ

- পুকুরের পাড় মেরামত ও তলার কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ঝোপ-ঝাড় সরিয়ে ফেলতে হবে।
- রাক্ষুসে বা অচাষযোগ্য মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- চুন প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর শতাংশ প্রতি ৪-৬ কেজি গোবর বা ২-৩ কেজি মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োজনে ১০০ গ্রাম টি.এস.পি এবং ১০০ গ্রাম ইফরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মুজুদঃ

শতাংশ প্রতি ২-৩ ইঞ্চি সাইজের ৮-১০ গ্রাম ওজনের সুস্থ সবল গিফট্ তেলাপিয়ার ১০০টি পোনা ছাড়তে হবে।

চাষ ব্যবস্থাপনাঃ

পোনা ছাড়া হলে নিয়মিত ভাবে পরিমান মত আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়।

সম্ভব হলে মাঝে মাঝে পুকুরের পানি আংশিক বদল করতে হবে।